আমাদের ব্রজেন দা

ক্রীড়াজগত

শামসুল আলম বেলাল ঃ জাতীয় প্রেস ক্লাবেই ব্রজেন দা'র সাথে আমার প্রথম দেখা। পরিচয়ের সূত্র করতেন 'Hi Handsome' বলে। এ অপ্রত্যাশিত সম্বোধনে নিঃসন্দেহে রোমান্স অনুভব করতাম। কিছু হালকা কথারও বিনিময় হতো। তারপর হয় এক টেবিলে বসে খেয়ে-দেয়ে আড্ডা মারা, নয়তো পাশের টেলিভিশন রুমে টেলিভিশন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়া। তারপর জেগে উঠে দু'জনেই চা খেতাম ও নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে পা চালাতাম। ব্রজেন দা যেতেন ঢাকা ক্লাবে আর আমি আমার অফিস বাসস-এ। আমাদের এ দু'য়ের মাঝখানে সেতুবন্ধন হলেন মনোয়ার ভাই – প্রবীণ ফটোসাংবাদিক মনোয়ার আহমেদ। ব্রজেন দা জাতীয় প্রেস ক্লাবের অতিথি সদস্য। দূর থেকে দেখেছি, তবে কখনও সেভাবে কথা হয়নি। মনোয়ার ভাই-ই ব্রজেন দা'র সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন ১৯৮৪ সালের প্রথম দিকে। যখন জানতে পারলেন আমি দুলালের ভাই, (ফেরদৌস আলম দুলাল, ১৯৮১ সালে ৭মে তারিখে শ্রমিক নেতা আব্দুর রহমানসহ ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে নিহত। দুলাল সেসময় বাসস-এর সিনিয়র রিপোর্টার ছিলেন।) ব্রজেন দা সস্নেহে আমার পিঠে ও মাথায় হাত বুলালেন। দ্বিতীয়বার দেখা হয় '৮৪ সালের মে মাসের মাঝামাঝি, সবে মাত্র বিয়ে করেছি। বউ কুমিল্লায় বাপের বাড়ি। মাত্র নয়দিন ছুটি নিয়ে বিয়ে পর্ব সেরে অফিসে জয়েন করলাম। সহকর্মীরা মসকরা করছেন। প্রধান সম্পাদক হাশেম ভাই (আবুল হাশেম, বাসস-এর এককালীন প্রধান সম্পাদক ও মহাব্যবস্থাপক - অধুনা লোকান্তরিত) দেখা হতেই বলে ফেললেন, "কি হে, এতো তাড়াতাড়ি ?" মুখে সলাজ হাসি নিয়ে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে অফিস থেকে নেমে সোজা প্রেস ক্লাব। দেখা হতেই ব্রজেন দা ও মনোয়ার ভাই-এর টিপ্পনি কানের পর্দা ছিঁড়ে সোজা হৃদয়ের গহীনে। Hi Handsome বলে ব্রজেন দা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। জানতে চাইলেন বউ দেখতে কেমন। মনোয়ার ভাইয়ের হালকা টিপ্পনি, "বলল বোধহয় পালিয়ে এসেছো", কোন কথার জবাব দিতে পারিনি। মনোয়ার ভাই অবিবাহিত, তবে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। ব্রজেন দা মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, "আরে মনু, তুই সারা জীবন এভাবেই কাটাবি, তুই কি বুঝবি – বিয়া কারে কয়"। শুধু শুনেই যাচ্ছিলাম। জবাব দিতে পারিনি। কারণ ব্রজেন দা বা মনোয়ার ভাইয়ের সাথে তখনও এখনকার মতো অতো সহজ হয়ে উঠতে পারিনি। তারপর দিন-মাস-বছর গড়িয়ে যেতে লাগলো, জাতীয় প্রেস ক্লাবে রোজকার মতো আমরা তিন অসম বয়স্ক বন্ধু কত গল্প করেছি। তার ফিরিস্তি ও অল্প পরিসরে বর্ণনা করা যাবে না। কখনও হাসি-ঠাট্টা, কখনও বা কোন বিষয়ে লম্বা বিতর্ক করে কাটিয়েছি। দেশে-বিদেশে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে আমরা আমাদের সময়গুলোকে প্রাণবন্ত করেছি দিনের পর দিন। আজ মনের মসৃণ পাতায় এ অজস্র স্মৃতির সম্ভার জীবন্ত ইতিহাস হয়ে আছে। ব্রজেন দা নেই, তাই বলে পাশের চেয়ারটা খালি পড়ে থাকে না। আমি আছি, মনোয়ার ভাই আসেন, আরো অনেকেই আসেন যারা কালের আবর্তে ঘুরে ঘুরে একে একে হারিয়ে যাবেন বিস্মৃতির অতলে। এটাই স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম।

গত ৩ জুন, ১৯৯৮ সন্ধ্যার কিছু পরে নিঃঅহংকার, অতিশয় ভদ্র ও সজ্জন ব্রজেন দা'র সাথে দেখা হয়েছে প্রেস ক্লাবের আঙ্গিনায়। Hi Handsome বলাতো দুরের কথা, মুখটি পর্যন্ত দেখালেন না। কালো কফিন বাক্সে আবদ্ধ তিনি। বুকের পর সার সার তাজা ফুলের তোড়া, সন্দেহ হলো ব্রজেন দা বোধহয় রাগ করলেন। না, তাও নয়। হঠাৎ দেখি মনোয়ার ভাইয়ের দু'চোখ থেকে শীতলক্ষা ও বুড়িগঙ্গার অবিরল ধারা দু'গাল বেয়ে ক্রমে বুকের জমিনে মিশে যাচ্ছে। ব্রজেন দা'র আজীবন বন্ধু সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সমর দা'র (সমর দাস) বুকে মুখ লাগিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছেন ব্রজেন দা'র স্ত্রী। সমর দা'র চোখে মুখে প্রিয় বন্ধুর বিয়োগ-ব্যথার অব্যক্ত প্রকাশ। গিয়াস ভাই (প্রখ্যাত সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী) স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন বাংলার সূর্যসন্তান ব্রজেন দাসের কফিনের দিকে। মুসা ভাইকে (এবিএম মূসা - প্রখ্যাত সাংবাদিক) মনে হলো দিশেহারা। যেন প্রিয়তম কোন কিছু হারিয়ে ফেললেন, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার মনিরুল আলম সাহেব হয়তো বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে, ব্রজেন দা আমাদের ছেড়ে অনন্তলোকে চলে যাচ্ছেন। আরও অনেকেই ছিলেন যারা নীরবে অশ্রু ফেলে ব্রজেন দা'কে বিদায় জানালেন। এতোক্ষণে বুঝলাম ব্রজেন দা দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় আবারও নেমেছেন এবং হেরেছেন। এ পরাজয় উনাকে নিয়ে গেলো অনন্তধামে আর আমাদের সবাইকে রেখে গেলো শোক সমুদ্রে।

প্রায় নিঃশ্চল পাথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি। সম্বিৎ ফিরে পেলাম প্রিয় সহকর্মী এনামের (এনামুল হক চৌধুরী) হাতের স্পর্শে। 'বেলাল ভাই আসি' বলে এনাম সাঁতার ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সাথে ব্রজেন দাকে একটা হালকা পিকআপে করে

নিয়ে গেলেন শ্মশান ঘাটে। প্রেস ক্লাবের মেইন গেইট পার হতেই কানে সেই মধুর আওয়াজ ভেসে এলো। ব্রজেন দা যেনো বলছেন, Hi Handsome, আসি। কাল দেখা হবে। মনের গহীন কোণে কে যেনো চুপিচুপি বলছে, ব্রজেন দা আর কোনদিন আসবে না। আসি বলে যে চলে গেলেন, এটা আমাদের কাছে চিরদিনের মিথ্যে হয়ে রইলো। জগতের আর সবার কাছে এটা অমোঘ সত্য। মনোয়ার ভাই চলে গেলেন তাঁর বাসায়। আমি ফিরলাম আমার বাসায়। রাত তখন ৯টা। জীবনে এই প্রথম তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলাম। হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় বসে আছি। চোখ দুটো চলে গেল নারকেল পাতার ঝাঁক দিয়ে সুদূর পূব আকাশে। হাজার হাজার তারার মাঝে ব্রজেন দাকে খুঁজছি।

বিক্রমপুরের কুচিয়ামোড়া গ্রামের মৃত হরেণ দাসের ছেলে ব্রজেন দাস। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান যখন কাপুরুষের মতো পাকিস্তানের গদি চুরি করে সারা পৃথিবীর ঘৃণা কুড়াতে লাগলো, তখন ৩০ বছরের বাঙালী টগবগে তরুণ ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে সারা দুনিয়ায় বাঙালী জাতিকে সুমহান মর্যাদায় উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করলেন। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পর পর ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে ও একই দিনে ২টি বিশ্ব রেকর্ড করে ব্রজেন দাস গ্রিনেজ বুক অব রেকর্ড-এ নিজের স্থান করে নিলেন। ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী এশিয়ার প্রথম মানব সন্তান। সম্ভবতঃ চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে ব্রজেন দাসের উপর লেখা একখানি গদ্য আমাদের পাঠ্য ছিলো। পড়তাম আর রোমাঞ্চিত হতাম। ব্রজেন দা'র সাথে পরিচয় হওয়ার পর বিশ্বাসই হচ্ছিল না এই সাদা-সিধে লোকটা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন সাঁতার দিয়ে। একদিন আলাপ প্রসঙ্গে ব্রজেন দা অতিশয় শ্রদ্ধার সাথে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের কথা বলেছিলেন। ইংলিশ চ্যানেল সুইমিং-এ পাঠানোর ব্যপারে উনার ভূমিকা সবচাইতে বেশি। পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন শের-ই বাংলা, গভর্নর আজম খান, এয়ার মার্শাল আসগর খান ও আরও অনেকের কাছ থেকে। এঁদের সবার কাছে আজীবন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ব্রজেন দা। তাঁদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টার বিনিময়ে ব্রজেন দা বাঙালী জাতিকে এনে দিয়েছিলেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

১৯৮৬ সালে ইংলিশ চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশনের বিশেষ আমন্ত্রণে ব্রজেন দা ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন। পেয়েছেন 'কিং অব চ্যানেল' বিশেষ ট্রফি। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাকিংহাম প্যালেসে তাঁকে চায়ের আমন্ত্রণ জানান। কিং ফিলিপ, প্রিন্স চার্লস, প্রিন্স এণ্ড্রু ও প্রিন্স এডওয়ার্ড-এর সাথে করমর্দন করেন। প্রিন্সেস ডায়ানার সাথেও ব্রজেন দা করমর্দন করেন। ডায়ানা ব্রজেন দার ডান হাত তাঁর দু'হাতে চেপে ধরে খুবই মিষ্টি স্বরে অভিনন্দন জানান এতো বড় খ্যাতি অর্জনের জন্য। প্রেস ক্লাবের টেবিলে ব্রজেন দা আমাদের সবাইকে এ বিরল সম্মানের কথা বলেছিলেন। আর একবার পাকিস্তানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সফর করার পর ঢাকায় এসে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন আমাদের সবাইকে। এয়ার মার্শাল আসগর খান জানতে পেরেছেন ব্রজেন দাস পাকিস্তানে, উনি বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে শেষ পর্যন্ত ব্রজেন দাসের নাগাল পেলেন ও চায়ের আমন্ত্র ণ জানালেন। ব্রজেন দা ঐদিন বিকেলে আসগর খানের বাসায় যেতেই জনাব খান উঠে এসে ব্রজেন দাকে জড়িয়ে ধরলেন। চা খেলেন, গল্প করলেন, অনেক স্মৃতি রোমন্থন করলেন। ব্রজেন দাসের দু'হাত চেপে ধরে আসগর খান হঠাৎ কেঁদে উঠলেন, "ব্রজেন, তোমাদের সবার কথা মনে হয়, দুর্ভাগ্য আজ আমরা দুই দেশ হয়ে গেছি। আমার জন্যে দোয়া করো আমি তোমাদের সবার জন্যে দোয়া করি।" হঠাৎ ব্রজেন দার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু জমে উঠেছে। জিজ্ঞেস করতেই বললেন, "এ ধরণের লোকদের স্নেহ আমি বরাবরই পেয়ে এসেছি। অথচ আমি কে ? কুচিয়ামোড়ার হরেন দাসের পোলা ব্রজেন দাস ছাড়াতো আর কিছু নই।"

ছাত্র জীবন থেকেই ব্রজেন দা দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় দেশে ও বিদেশে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। জীবনে "অগণিত পুরস্কার" ছাড়াও মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন অজস্র। এ বঙ্গে এমন প্রতিভাধর ও সাহসী ক্রীড়াবিদ আর কেউ জন্মগ্রহণ করেছে কিনা আমার জানা নেই। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সাঁতারে ব্রজেন দা'র কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। আর দশটি বাঙালী ছেলের মতো বাড়ির কাছে নদী বা খালে ব্রজেন দা সাঁতার শিখেছেন। কালের পরিক্রমায় এতো বড়ো সাঁতারু হবেন, ব্রজেন দা কখনও ভাবেননি। কৌতূহল বশত, একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা ব্রজেন দা এমন সমস্যা সংকুল ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন কি ভাবে ? ভয় পাননি ? উত্তরে মিটিমিটি হেসে বলেছিলেন, "দেশের সবার কথা মনে পড়েছে, দেশের ইজ্জতের কথা মনে পড়েছে, যদি হেরে যাই মুখ দেখাবো কি করে – এই বোধটুকুই হয়তো আমাকে এই বিজয়ের সম্মান এনে দিয়েছে।"

বয়সে এতো বড়, কিন্তু কখনও টের পাইনি। আলাপে বুঝিয়ে দিবেন আমি উনার বন্ধু, ব্রজেন দা'র শরীর ছিলো হাতুড়ি পেটা। বেটে-খাটো ছিলেন তিনি। এক বিশেষ ভঙ্গিমায় হাঁটতেন। মুখে সারাক্ষণ হাসি লেগেই থাকতো। কখনও রাগতে দেখিনি। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সবাই ছিলেন উনার আপনজন। অনেক প্রবীণ সাংবাদিক আছেন, যাদের ধারে কাছে পৌঁছার সাহস আমার এখনও হয়নি। অথচ তিনি তাঁদেরকে তুই বলে সম্বোধন করতেন। আর তাদের সবার কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় ব্রজেন দা।

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্রজেন দা ঘনঘন কলকাতা যেতেন। প্রতিবারই যাওয়ার আগে উনার সাথে দেখা হতো। বলতো "Handsome checkup করাতে কলকাতায় যাচ্ছি, দোয়া করবেন।" এবার কেন যেনো বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন আমাকে। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, Handsome আপনাকে কেন এতো ভাল লাগে জানি না, আপনার চঞ্চলতা, কখনও গম্ভীর হয়ে থাকা, হঠাৎ দু'লাইন গান গাওয়া বা দু'ছত্র কবিতা আবৃত্তি – সবকিছুই এক একটি ভিন্ন বেলালকে পরিচয় করিয়ে দেয়।" আমি বললাম, "ব্রজেন দা, আপনি বোধহয় কলকাতায় যাচ্ছেন।" উনি বললেন, "হ্যাঁ, এবার খুব খারাপ লাগছে। বোধহয় বাঁচব না। কোন কথা বলতে পারিনি। নীরবে বিদায় জানালাম, এই শেষ দেখা। পরে বিভিন্ন সূত্রে খবর জানলাম, ব্রজেন দার অবস্থা অবনতির দিকে। ১ জুন সকাল ৬টা কলকাতার এক নার্সিংহোম চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাস মারা গেলেন। সকাল ১১টা আমার অফিস বাসস-এ আমি এ খবর পেলাম। সাথে সাথেই মনে পড়লো ব্রজেন দা'র শেষ কথাটি, "এবার বোধহয় আরা বাঁচবো না।"

আবারও দেখা হয়েছে। তখন উনার মুখে সেই প্রিয় সম্বোধনটি আর উচ্চারিত হয়নি। কারণ উনি তখন কালো কফিনের অন্তরালে দূরপাল্লার শেষ সাঁতারের পোশাকে আবৃত। আমরা কয়জন তখন চোখের কোণে নীরবে জমে থাকা অশ্রুকণাগুলো রুমালের বুকে জড়ো করছি। কানে তখনও বাজছে , "আমি কুচিয়ামোড়ের হরেন দাসের পোলা, বিক্রমপুরের মানুষ আমরা, ভাঙ্গিওনা, মচকাইও না।"